⌘ ঃ মৃত্যুর পরে ঃ ⌘

এক ব্যক্তি তার ছেলেকে ওসীঅত করে ঃ আমার মৃত্যুর পর আমাকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে অর্ধেক সাগরে ও আর অর্ধেক মাটিতে ছড়িয়ে দেবে যেন আমার অস্তিত্বই না থাকে । মৃত্যুর পর তার ছেলে তাই করে । আল্লাহ্ সাগরকে ও যমিনকে হুকুম দেন, আর তারা সমস্ত ছাই একত্রিত করে দেয় । আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে আবার জীবিত করা হয় । আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন কেন তুমি এমন করেছিলে ? সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, ও আল্লাহ্ আমি তোমার ভয়ে এমনটা করেছিলাম । আল্লাহ্ পাক তখন তাকে মাফ করে দেন । - বুখারী ও মুসলিম ।

বরযখ এর জীবনঃ মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বরযখ বলা হয় । মৃত ব্যক্তিকে যে অবস্থায়ই রাখা হোক না কেন এ সময় কালে তার আত্মা আরাম অথবা কষ্ট ভোগ করতে থাকবে । এ সময়ে মানুষের জ্ঞান অনুভুতি পৃথিবীর মতই থাকে । কোন খারাপ লোকের মৃত্যুর সময় আজরাইল তার বিভৎস রুপ ধারন কোরে তার কাছে আসে ও খুব কষ্টের সাথে তার জান বের করে নিয়ে যায় । তার পর তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় তোমার প্রভু কে? তোমার দ্বীন কি? ইনি (হুজুরের ছবি) কে? উত্তরে সে বলে- 'আমি জানি না' । এর পর তাকে নিদারুন আযাবে নিপতিত করা হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । আমাদের কৃতকর্ম মৃত আত্মিয়ের কাছে পৌঁছান হয়, আমরা ভাল কাজ করলে তারা আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকে । বরযখের জীবনে নবীগন জীবিত থাকেন । ওহুদের যুদ্ধের ৪৬ বছর পর প্রবল বন্যায় ঐ যুদ্ধে শহীদ আমর বিন যামুহ্ ও আব্দুল্লাহ্ বিন আম্র এর কবর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে সময় তাদের দেহ অবিকল পূর্বের মত পাওয়া যায় ।

''মৃত্যুর পর কবরই হলো প্রথম গন্তব্য, এখানে কেউ মুক্তি পেলে পরবর্তি সব স্তরই তার জন্য সহজ হবে । আর এখানে কেউ আটকা পড়লে, বাকি সবই তার জন্য কঠিন হবে ।'' - বুখারী ও মুসলিম ।

''মৃতকে কবরে রেখে আসার পর সে যদি ঈমানদার হয়, তবে তার মাথার দিকে নামায, ডান দিকে রোযা, বাম দিকে যাকাত ও পায়ের দিকে নফল এবাদত এসে দাঁড়ায় । যে কোন দিক থেকে আযাব আসতে থাকলে তারা তাকে ফিরিয়ে দেয় । '' - তারগীব ।

''সূরা আল-মুল্ক্ ও সূরা আলিফ লাম মিম সিজদা যারা নিয়মিত ফজরের পরে ও মাগরিবের পরে তেলাওয়াত করবে মৃত্যুর পরে কবরে তারা তাকে তার গোর আযাব থেকে মাফ করিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র সাথে জিদ করতে থাকবে ।'' - মিশকাত ।

''কোন মুসলমান শুক্রবারে মারা গেলে তার গোর আযাব হয় না ।'' - আহ্মাদ, তিরমিজি ।

হুজুর (সাঃ) বলেন, ''ভয়াবহতা দেখে মানুষ যদি মানুষকে কবর দেওয়া বন্ধ করে না দিত, তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আরজি পেশ করতাম মানুষকে গোর আযাব দেখানোর জন্য।'' - মুসলিম।

কুরআন বলছে- ''নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে । আমি এমনি ভাবে পাপীদের শাস্তি প্রদান করি ।'' - ৪০, সূরা আল আ'রাফ ।

''অবিশ্বাসীদের কবরে বিষাক্ত এমন ৯৯ টি ড্রাগন থাকবে যারা একবার পৃথিবীতে শ্বাস ছাড়লে মাটিতে আর কিছু জন্মাতো না । এরা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতেই থাকবে ।''

''শিশু যেমন জন্ম নিয়ে মায়ের পেট থেকে নূতন জগতে আসে, মানুষ মৃত্যু বরন করে তেমনি আরেক নূতণ জগতে যায় ।'' - তিরমিজি ।

''নিশ্চয় যারা তাদের পালন কর্তাকে না দেখে ভয় করে ,তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।'' -১২,সূরা আল-মূল্ক্

''অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসলো না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল ।'' - ৮৫, সূরা আল-মু'মিন ।

''যখন কোন বিশ্বাসীকে কবরে রাখা হবে, তার মনে হবে এখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে । তার রুহ্ ফিরে আসলে সে বলবে আমাকে ছেড়ে দাও আমি আগে নামায পড়ে নেই । যারা তাদের জীবদ্দশায় নিয়মিত নামাযকে কায়েম রেখেছে কেবল তারাই এমন বলার সুযোগ পাবে ।'' - ইবনে মাযাহ্ ।

''আল্লাহ্ বেহেশ্তীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন । তারা প্রশ্ন করবে কেন এমন হলো । উত্তর হবে তোমার রেখে আসা

সন্তানদের দোয়ার বরকতে আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি ।'' – মিশকাত।

দোযখের বিবরনঃ

দোযখের গভীরতাঃ দোযখের উপর থেকে একটি পাথর ফেলে দিলে তা নীচ পর্যন্ত এসে পৌছুতে ৭০ বছর সময় লাগবে।

দেয়ালের প্রস্থঃ দোযখের চতুর্দিক চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা । যে কোন দেয়ালের প্রস্থ হেঁটে অতিক্রম করতে ৪০ বছর সময় লাগবে।

দোযখের দরজাঃ ''তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম । এর সাতটি দরজা আছে । প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল আছে ।'' - ৪৩-৪৪, সূরা হিজর।

আগুন এবং অন্ধকারঃ দোযখের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা লাল রং ধারন করে । এর পর আবার এক হাজার বছর জ্বালালে তা সাদা হয় । এর পর তাকে আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হয়, তখন তা কালো হয়। দোজখ বর্তমানে কালো এবং অন্ধকার, আর এর আগুনের তেজ পৃথিবীর আগুনের চাইতে ৭০ গুন বেশী । - তিরমিজি।

শাস্তির মাত্রাঃ যাকে সব চেয়ে কম সাজা দেয়া হবে তাকে আগুনের জুতা পরানো হবে। এর কারনে তার মাথা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আর সে মনে করবে যে তাকেই সব চেয়ে বেশী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে । - বুখারী, মুসলিম।

দোযখের জ্বালানীঃ ''মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও প্রস্তর ।'' - ৬, সূরা আত্-তাহ্রীম।
দোযখের পাথর গুলি হবে সালফারের তৈরী ।

''তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন ।'' - সূরা আম্বিয়া।

দোযখের স্তরঃ
হাবিয়া- মুনাফেকরা, ফেরাউন ও তার দলবল এই দোযখে যাবে।
যাহিম - পৌত্তলিক বা মুর্তিপূজকদের স্থান ।
সাকার- সাইবীন অর্থাৎ যাদের কোন ধর্ম নাই তাদের জন্য এই দোযখ।
নাতি - ইবলীশ এবং তার দলবলের জন্য নির্ধারিত ।
হাতমা- ইহুদীদের শেষ গন্তব্য ।
সা'আহ্ - খৃষ্টানদের শেষ পরিনতি।
জাহান্নাম- সাধারন মুসলমান গুনাহ্গার দের শাস্তির স্থান ।

দোযখের বিশেষ গলাঃ হুজুর (সাঃ) বলেছেন- ''কিয়ামতের দিন দুই চোখ, দুই কান ও এক জিহ্বা বিশিষ্ট একটি বিশেষ গলা বের হয়ে আসবে এবং বলবে- তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে পাঠান হয়েছে। তারা হলো বিদ্রোহী ও অবাধ্য, আল্লাহ্র সাথে শরিক কারী এবং ছবি অংকনকারী । - তিরমিজি।

দোযখের সাপঃ সেখানে লম্বা গলা বিশিষ্ট উটের মত দেখতে এক ধরনের সাপ থাকবে তা দোযখীকে একবার কামড় দিলে ৪০ বছর তার যন্ত্রনা থাকবে।

দোযখের ডাকঃ উপর্যুপুরি দোযখীদেরকে দোযখে ফেলা হবে তারপরও দোযখের পেট ভরবে না সে আরো চাইতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তার নিজ মোবারক পা দোযখে রাখবেন তখন দোযখের চাহিদা মিটে যাবে সে আর চাইবে না । - মিশকাত।

আগুনের খাদ্য ও পানীয়ঃ ''তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না ।'' - ৫-৭, সূরা আল-গাশিয়াহ্।

দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজঃ ''অতএব আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই । এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না ।'' - সূরা আল-হাক্কাহ।

যাক্কুম বৃক্ষঃ যাক্কুমের এক ফোটা রস পৃথিবীতে পড়লে পৃথিবীর সমস্ত খাদ্য বেস্বাদ হয়ে যাবে ।''অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগন । তোমরা অবশ্যই ভক্ষন করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি । পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায় । কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন ।'' - ৫১-৫৬,সূরা আল-ওয়াক্বিয়া ।

গাসসাকঃ গাসসাক হলো দোযখীদের পচা পুঁজ ও চোখের পানি যা অত্যন্ত ঠান্ডা । হুজুর বলেন এক বাল্‌তি গাসসাক পৃথিবীতে ফেললে সমস্ত মানুষ পচে যেত । এই গাসসাক দোযখীদের খাদ্য ।

গলিত পিত্তলঃ ''যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে গলিত পিত্তল দেওয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে । কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয় ।'' - ২৯, সূরা কাহফ ।

দুর্গন্ধযুক্ত গরম পানিঃ ''তাকে দুর্গন্ধযুক্ত গরম পানি পান করানো হবে । ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না । প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না ।'' - ১৬-১৭, সূরা ইবরাহীম ।

ফুটন্ত পানিঃ ''তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে ।'' - ১৫, সূরা মুহাম্মদ ।

''তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে । ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে ।'' - ১৯-২০, সূরা হজ্ব ।

লোহার হাতুড়িঃ ''তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি । তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে । বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর ।'' - ২১-২২, সূরা হজ্ব ।

নূতন চামড়াঃ ''আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো । তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে ।'' - ৫৬,সূরা আন্-নিসা ।

আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন- ''কেয়ামতের দিন ফটোগ্রাফার ও ছবি অংকন কারীকে সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে । তাদের অংকিত ছবি গুলো সেদিন জীবন্ত হয়ে তাদেরকে সাজা দেবে ।'' - বুখারী, মুসলিম ।

আত্মহত্যাকারীঃ ''যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে কেয়ামতে সে সেই ভাবেই নিজেকে কষ্ট দিতে থাকবে ।'' - বুখারী ।

মদ্যপানঃ মদ পান কারীকে সেদিন পুঁজ পান করানো হবে । - আহ্‌মাদ ।

অহংকারীঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) বলেন- ''অহংকারীকে সেদিন পিঁপড়ার দেহে ও মানুষের চেহারায় হাজির করা হবে । তাকে অপদস্ত করে জাহান্নামের কারাগারে ঢুকানো হবে ।'' - মিশকাত ।

কপট ধার্মিকঃ দোযখে একটি গর্ত আছে যার কাছে দোযখ নিজে প্রতি দিন ৪০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করে । যে সমস্ত কপট ধার্মিক নিজেদের ভাল কাজের কথা বা পূন্যের কথা প্রকাশ করে বেড়ায় তাদেরকে সেখানে পাঠানো হবে । - মিশকাত ।

লম্বা শিকলঃ ''যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে । তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে ।'' - ৭১-৭২, সূরা আল-মু'মিন ।

গলিত আলকাতরার পোষাকঃ যে মহিলা কারো মৃত্যুতে কাঁদে, কিন্তু নিজের মৃত্যুর আগে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, হাশরের দিন তাকে গলিত আলকাতরার পোষাক পরিয়ে উত্তলন করা হবে ।

''যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর ।'' - ২০, সূরা সেজদাহ্‌ ।

বেশীর ভাগ দোযখী মহিলাঃ আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেন- ''আমি বেহেশ্‌তে দেখি বেশীর ভাগ গরীব, আর দোযখে দেখতে পাই বেশীর ভাগ মেয়ে মানুষ ।'' - মিশকাত ।

হুজুর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন- মেয়েরা তাদের স্বামীদের প্রতি কটুক্তি করে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেই তারা বেশী সংখ্যায় জাহান্নামে যাবে।

দোযখীরা কুৎসীতঃ ''তাদের মুখোমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হলো দোযখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্ত কাল।'' - ২৭, সূরা ইউনুস।

দোযখীর জিহ্বাঃ তাদের জিহ্বা টেনে ৩ থেকে ৬ মাইল লম্বা করে দেওয়া হবে, যার উপর দিয়ে মানুষ হাঁটবে।

পুলসীরাতঃ ''অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন একটি ব্রীজ যার নীচে দোযখ অবস্থিত। বেহেশ্তীদের সবাইকেই এই ব্রীজ পার হয়ে যেতে হবে। কেউ এ ব্রীজ চোখের পলকে পার হয়ে যাবে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের, কেউ ঘোড়ার, কেউ উটের গতিতে পার হবে। কেউ ভালো ভাবে পার হবে, কেউ আবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে পার হবে। আবার অনেকেই পার হতে পারবে না এবং নীচে দোযখে পড়ে যাবে।'' - বুখারী, মুসলিম।

''যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখোমন্ডল ওলট পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম।'' - ৬৬, সূরা আল আহ্যাব।

দোযখীদের উদ্দেশ্যে শয়তানঃ ''যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'' - ২২, সূরা ইবরাহীম।

কাফেররা বলবেঃ ''হে আমাদের পালনকর্তা! যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।'' - ২৯, সূরা হা-মীম সেজদাহ।

মুক্তিপণঃ সেই বিভীষীকাময় দিনে সমস্ত পাপীরা তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের বিনিময়ে মুক্তি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তবে সেদিন কোন বিষয় সম্পত্তিই তাদের কাছে থাকবেনা, আর তা থাকলেও তা সেদিন গ্রহন করা হতো না। এ সম্পর্কে সূরা আল মায়েদার ৩৬ ও সূরা আয্-যুমার এর ৪৭ আয়াতে বর্ননা রয়েছে।

বেহেশ্তীদের হাসিঃ পৃথিবীতে ঈমানদারদের দেখে অবিশ্বাসীরা হাসাহাসি করে থাকে, এর বদলা হিসাবে সেদিন বেহেশ্তীরা বেহেশ্তের জানালা দিয়ে দোযখীদের দেখে হাসাহাসি করতে থাকবে। সূরা আত্-তাতফীফ এর ২৯ ও ৩৫ আয়াতে এর বর্ননা রয়েছে।

পাপিরা বলবেঃ ''হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।'' -২৭-২৯, সূরা আল-হাক্কাহ্।

- কেয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির জন্য আমাদের প্রিয় নবী করিম (সাঃ) পর্যন্ত অনবরত এই দোয়া পড়তে থাকতেন-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

''হে পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যান দান কর এবং আখেরাতেও কল্যান দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।'' - ২০১, সূরা আল-বাক্বারা।

- হুজুর বলেন- কেউ যদি মাগরিব ও ফজরের ফরয নামাযের পর অন্য কিছু বলার আগে ৭ বার

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দোযখ হইতে রেহাই প্রদান করুন।

বলে, তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। - আবু দাউদ।

- আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশ্‌ত চাইবার দোয়া-

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ হে আল্লাহ্‌ ! আমাদিগকে বেহেশ্‌ত দান করুন ।

''সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয় । অতঃপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে । এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে ।'' - ৬-৮, সূরা যিলযাল ।

''সেদিন স্মরনীয়; যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত । আল্লাহ্‌ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে । আল্লাহ্‌র যমিনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই ।''
- ৬, সূরা আল-মুজাদালাহ্‌ ।

কেয়ামত কবে হবেঃ এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ মানুষকে জ্ঞান দান করেননি । তিনি কুরআনে বলছেন- ''বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না ।'' -৪০, সূরা আম্বিয়া।

কেয়ামত হবে শুক্রবারে । সেদিন পাহাড়গুলো ধুনা তুলার মত উড়তে থাকবে । চাঁদ সূর্য্য বিলীন হয়ে যাবে । সেদিন মানুষ উলংগ অবস্থায় একত্রিত হবে, আতংকিত সবাই কেউ কারো দিকে নজর ফেরাবার অবকাশ পাবেনা ।
- বুখারী, মুসলিম ।

''সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো । বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর ।'' - ১০৬, সূরা আল-ইমরান ।

কেয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সামনে উনার পিতা আজহার আসবেন । উনার চেহারা কালো ও ধুলিমাখা থাকবে । উনাদের কথোপকথন-

ইবরাহীমঃ আমি কি আপনাকে, আমাকে অমান্য করা থেকে বিরত থাকতে বলিনি?
আজহারঃ আজ আমি তোমাকে অমান্য করবো না ।
ইবরাহীমঃ ও আল্লাহ্‌ তুমি বলেছিলে কেয়ামতের দিন তুমি আমাকে লজ্জায় ফেলবে না । এর চেয়ে অপমান জনক আর কি হতে পারে যে আমার আব্বা আজ অপদস্ত হবেন ।
আল্লাহঃ জানোনা অবিশ্বাসীদের জন্য আমি বেহেশ্‌ত হারাম করে দিয়েছি ? তিনি বলবেন- দেখতো ইবরাহীম তোমার পায়ের কাছে কি?
তিনি নীচে তাকিয়ে দেখবেন একটি ভোঁদড় এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে । - বুখারী ।

কুরআনঃ ''যে কুরআন মুখস্ত করে ভুলে যায় সে কাল কেয়ামতে কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ে উঠবে ।'' - মিশকাত ।

নামাযঃ হুজুর (সাঃ) বলেন- ''যে নিয়মিত নামায পড়বে না, কাল কেয়ামতে তার সুপারিশকারী কেউ থাকবে না । এবং ফেরাউন, কারুন, হামান ও উবাই বিন খাল্‌ফ্‌ এর সাথে তার হাশর হবে।'' - আহ্‌মাদ, দারিমী ।

''কেয়ামতে নামাযের হিসাব সবার আগে নেওয়া হবে, এ হিসাবে কেউ পার পেয়ে গেলে বাকি সব হিসাবেও সে পার পাবে । ফরয নামাযে কমতি পড়লে তা নফল দিয়ে পূরন করা হবে ।'' - মিশকাত ।

হত্যাকারীঃ কেয়ামতের দিন হত্যাকৃত লোক হত্যাকারীর মাথা হাতে লটকিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে হাজির হবে, তখন হত্যাকারীর মাথা বিহীন গলা থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে । - তিরমিজি, নাসাই ।

যাকাতঃ যাকে আল্লাহ্‌ পাক সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন সেই সম্পদ বিষধর সাপ হয়ে তার গলায় জড়িয়ে থাকবে ও তাকে ছোবল মেরে মেরে বলতে থাকবে আমি তোমার সেই সম্পদ যাকে তুমি আগলে রেখেছিলে ।

দৈত চরিত্রঃ যারা পৃথিবীতে দ্বিমুখী কথাবার্তা বলে কাল কেয়ামতে তারা আগুনের জিহ্‌বা নিয়ে আগমন করবে । - মিশকাত ।

আড়পেতে কথা শোনাঃ যারা গোপনে মানুষের কথা শুনবে বা শুনার চেষ্টা করবে, কেয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে । - মিশকাত ।

পোষাকঃ যাদের পোষাকে অহংকার প্রকাশ পাবে কেয়ামতে তাদেরকে অপমানের পোষাক পরান হবে। - মিশকাত।

জমি বেদখলকারীঃ যে আজ অন্যের জমি অন্যায় ভাবে দখল করবে, কেয়ামতে তাকে জমিনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত ডুবানো হবে এবং তা তার গলায় পেঁচান থাকবে। - বুখারী।

হুজুর পাক (সাঃ) বর্ননা করেন- কেয়ামতের মাঠে অপেক্ষমান মানুষ যখন অতিষ্ট হয়ে যাবে তখন তারা প্রথমে আদম (আঃ) এর কাছে যেয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করতে বলবে। তিনি বলবেন আমি আল্লাহ্‌কে অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলাম আমি তাঁর সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নই। তখন মানুষ নুহ্ (আঃ) এর কাছে যাবে, তিনি বলবেন আমি আমার উম্মতকে ধ্বংস করেছিলাম তাই আমি এ কাজের যোগ্য নই। তখন সবাই হযরত ইবরাহীমের কাছে যাবে, তিনি বলবেন আমি ৩ বার এক মিথ্যা বলেছিলাম, আমি এ কাজ পারবো না। এরপর সবাই মূসা (আঃ) এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন আমি তো একজনকে খুন করেছিলাম। অবশেষে ঈসা (আঃ) এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাবিব হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর কাছে যেতে বলবেন। সব শেষে মুহম্মদ (সাঃ) তার উম্মতকে ফিরাবেন না। আল্লাহ্ বলবেন- ও মুহম্মদ মাথা তোল এবং চাও, আজ যা চাইবে তাই দেওয়া হবে, যা সুপারিশ করবে তাই মনজুর হবে। হুজুর বলবেন- ও আমার প্রভু ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, ও আমার প্রভু ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, ও আমার প্রভু ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তখন বেহেশতীদের বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। - বুখারী, মুসলিম।

''কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামের সাথে যুক্ত করে অর্থাৎ উমুকের পুত্র উমুক বলে ডাকা হবে, অতএব তোমরা সুন্দর নাম রাখবে।'' - আহ্‌মাদ, আবু দাউদ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্নিত, হুজুর (সাঃ) বলেন- ''কেয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কেউ নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবে না। (১) জীবন কি ভাবে ব্যায় করেছো? (২) যৌবন কি ভাবে ব্যায় করেছো? (৩) কি ভাবে উপার্জন করেছো? (৪) উপার্জন কোথায় ব্যায় করেছো? (৫) তোমার জ্ঞান কি ভাবে কাজে লাগিয়েছো ?'' - তিরমিজি।

মানুষের হকঃ আল্লাহ্ পাক তার নিজের হক যেমন- নামায, রোজা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে ইচ্ছা করলে হিসাব সহজ করতে পারেন। কিন্তু বান্দাদের সবারই সেদিন প্রয়োজন থাকবে চরমে, তাই তার বান্দাদের হকের হিসাব হবে কড়ায় গন্ডায়। এমন কি পিতা মাতাও সেদিন সন্তানদের কাছ থেকে তাদের পাওনা আদায় করে নেবেন। আর সেদিন যে কোন অন্যায়ের বিনিময়ে হয় কাউকে নিজের পূন্য দিয়ে দিতে হবে নয় অন্যের পাপ নিজের ঘাড়ে নিতে হবে। সূতরাং এ দুনিয়াতেই সবার উচিত অন্যদের হক ঠিকমত আদায় করা এবং সময় থাকতেই সবার কাছে মাফ চেয়ে নেওয়া।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষীঃ ''আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।'' - ৬৫, সূরা ইয়াসীন।

''প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ পাক কিছু চাইতে বলেন যা পৃথিবীতেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী মনজুর করা হয়েছে। শুধু আমাদের রসূল (সাঃ) তার চাওয়া বাকি রেখেছেন কেয়ামতের জন্য। হুজুর বলেন যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবেন আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় তাদের জন্য আমার সুপারিশ কেয়ামতের দিন সফলকাম হবে।''
- মুসলিম।

পুলসীরাতঃ এই কঠিন ব্রীজ পাড়ি দেওয়ার জন্য সেদিন ঈমানদারদের মধ্যে আলো বিতরন করা হবে। এ সম্পর্কে কুরআন বলছে- ''সেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।'' - ১৩, সূরা আল-হাদীদ।

''সোনা এবং সিল্ক এর প্রতি আকর্ষন মেয়েদেরকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।'' - তারগীব ও তারহীব।

''যে মেয়ে মানুষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বর্নালংকার পরিধান করে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।'' - মিশকাত।

মৃত্যুর মৃত্যুঃ যখন সমস্ত বেহেশতীরা বেহেশতে ও সমস্ত দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে তখন বলা হবে- '' ও বেহেশতীরা ! এখন আর কোন মৃত্যু নাই; ও দোযখীরা এখন আর কোন মৃত্যু নাই। এই ঘোষনায় বেহেশতীরা চরম উৎফুল্য হবে ও দোযখীরা নিদারুন আফসোস করবে।'' - বুখারী, মুসলিম।

শুধুমাত্র পৌত্তলিক (মুর্তিপূজক),অবিশ্বাসী ও মুনাফেকরা চিরকালের জন্য দোযখের বাসিন্দা হবে।

শেষ বিচার দিনের সম্যক ধারনা সঠিক ভাবে কেবল মাত্র আল্লাহ্ পাকেরই আছে। কুরআন এবং রসূল পাকের (সাঃ) মাধ্যমে আমাদের সংশোধনার্থে কেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা এই অল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ের উপরে কুরআনে অসংখ্য আয়াত আছে। এ আয়াত গুলো আমরা সবাই ব্যাখ্যা ও তফসীর সহ পড়ে তা হৃদয়ংগম করার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিকের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি। এ সম্পর্কিত আয়াত গুলো হলো-

(২: ১৬৬, ১৬৭, ২২৫) (৩: ৯১, ১৬৯, ১৮৫) (৪: ৪১, ৪২, ১৪৫) (৫: ৩৬, ১০৯, ১১৬, ১১৮) (৬: ২২, ২৩, ২৮, ১২৮-১৩০) (৭: ৬, ৮, ৯, ৩৮, ১৮৭) (১০: ২৮, ২৯) (১১: ১০৬) (১৪: ১৮, ২১, ২৭, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৮) (১৬: ১৫, ৮৮) (১৭: ১৩, ১৪, ৯৭) (১৮: ৪৯, ১০৩-১০৫) (১৯: ৭১,৭২, ৯৪, ৯৫) (২০: ১০২-১০৭, ১০৯, ১২৪-১২৭) (২১: ৪৭, ১০৪) (২২: ১, ২, ১৯, ৩১) (২৩: ১৫, ১৬, ১০১, ১০৩, ১০৬, ১০৭) (২৫: ১২-১৩, ২৫, ৭৫) (২৬: ৯৪, ৯৫) (২৮: ৬৫, ৬৬) (৩০: ২৭, ৫৫, ৫৬) (৩১: ৩৩) (৩২: ১২) (৩৪: ৭, ৮, ২৯-৩১, ৩৩, ৪০, ৪২) (৩৫: ৩৬) (৩৬: ৫১-৫৪,৭৮,৭৯) (৩৭: ১৬-২১, ২২-৩৬) (৩৮: ৬২, ৬৩) (৩৯: ৪৭, ৬৮,৭০-৭৩) (৪০: ১৭, ১৮, ৪৯-৫০) (৪১: ৩৯) (৪৩: ৭৫, ৭৭) (৪৪: ৪৩-৪৫) (৪৫: ২৮, ২৯) (৪৬: ৩৩) (৫০: ৩০) (৫৪: ৪৮) (৫৫: ৩৭) (৫৬: ১-৩) (৫৭: ১২, ১৪, ১৫) (৬৬: ৬) (৬৭: ২, ৬-৮) (৬৯: ১৩-২৯, ৩০-৩২) (৭০: ১০-১৫, ১৭-১৮) (৭৩: ১২-১৩, ১৭) (৭৪: ৮-১০, ১৭, ৩০) (৭৫: ৬-১২, ২৫, ৪০) (৭৬: ৪) (৭৭: ৮, ৯) (৭৮: ১৮-২০, ২৪-২৫, ৩৯, ৪০) (৭৯: ৪৬) (৮০: ৩৪-৩৬, ৪০, ৪২) (৮১: ১, ২) (৮২: ১, ২) (৮৩: ২৯, ৩৫) (৮৪: ১-১৫) (৯৯: ৭, ৮) (১০১: ১-৫) (১০২: ৮) (১০৪: ৬-৯)।

১০তম মাহ্ফিল
৩০৮-৩০ ডেনটন এভিনিউ
রবিবার, ৯ই মে, ১৯৯৯
২২শে মুহররম, ১৪২০
২৬শে বৈশাখ, ১৪০৬।